বাংলাদেশ রেলওয়ে
নিউজ লেটার

৭ম বর্ষ | সংখ্যা-২৩ | ফেব্রুয়ারি,২০১৭

ঢাকা-পায়রা বন্দর রেলপথ নির্মাণে সমঝোতা চুক্তি

ছবি: এস এম ইউসুফ

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক ও ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী এর উপস্থিতিতে ঢাকা থেকে পায়রা সুমুদ্রবন্দর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের এডিজি (আই) কাজী মোঃ রফিকুল আলম এবং ব্রিটিশ ডিপি রেল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আয়ন এস ডার্বিশায়ার

ঢাকা থেকে পায়রা সুমুদ্রবন্দর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও যুক্তরাজ্যের ডিপি রেল লিমিটেড। গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ মঙ্গলবার সকালে ঢাকা রেল ভবনের সভাকক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক ও যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যিক দূত রুশনারা আলী এমপি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই) কাজী মোঃ রফিকুল আলম এবং যুক্তরাজ্যের ডিপি রেল লিঃ এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

নতুন কোচ দিয়ে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন উদ্বোধন

ঢাকা-সিরাজগঞ্জ-ঢাকা রুটে লাল-সবুজ রঙ্গের নতুন ব্রডগেজ কোচ দিয়ে চালু হলো সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন। গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ রবিবার বিকেল ৫ ঘটিকায় ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক পতাকা উড়িয়ে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন সার্ভিসের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও বিশেষ অতিথি এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের পরামর্শক সেনাবাহিনী

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প (পিবিআরএলপি) সুপারভিশন পরামর্শক হিসেবে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) সেল এর সঙ্গে বাংলাদেশ রেলওয়ের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ কাজে সিএসসি'কে সহযোগিতা করবে বুয়েটের বিআরটিসি (ব্যুরো অব রিসার্চ টেস্টিং অ্যান্ড কনসালটেন্ট)। ১ জানুয়ারি, ২০১৭ রবিবার ঢাকা রেল ভবনে এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

নতুন আঙ্গিকে একতা ও দ্রুতযান এক্সপ্রেস ট্রেন উদ্বোধন

ঢাকা-দিনাজপুর-ঢাকা রুটে ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করা লাল-সবুজের নতুন কোচ যুক্ত করে চালু হলো একতা ও দ্রুতযান এক্সপ্রেস ট্রেন। গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ ঘটিকায় ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক পতাকা উড়িয়ে একতা ও দ্রুতযান এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

নতুন কোচ দিয়ে মহানগর প্রভাতী ও তূর্ণা এক্সপ্রেস ট্রেন উদ্বোধন

নতুন কোচ লাল-সবুজ দিয়ে চালু হলো ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে মহানগর প্রভাতী ও তূর্ণা এক্সপ্রেস ট্রেন। গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ সোমবার ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক পতাকা উড়িয়ে সকাল ৭.৪৫ মিনিটে মহানগর প্রভাতী এবং এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

রেলওয়ে পাকশী বিভাগের উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন করেন মহাপরিচালক

বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন রেলওয়ে পাকশী বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ শনিবার সকালে পাকশী বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি বলেন, যাত্রী এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

পথচারীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করায় গেইটম্যান বিল্লাল হোসেনকে সংবর্ধনা দিল রেলওয়ে

আত্মহত্যার জন্য আগত ট্রেনের নিচে শুয়ে পড়েও গেইটম্যানের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতায় পথচারী মামুনকে রক্ষার জন্য লেভেল ক্রসিং গেইট নং-টি(৩), চাষাঢ়া স্টেশন এর অস্থায়ী গেইটম্যান বিল্লাল হোসেন মজুমদার কে রেলওয়ের পক্ষ থেকে সম্মাননা পুরুস্কার দেয়া হয়। ১ ডিসেম্বর, ২০১৬ এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ছবি: এস এম ইউসুফ

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের সুপারভিশন পরামর্শক হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর (সিএসসি) ও বুয়েটের (বিআরটিসি) সাথে রেলের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক, সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান আবু বেলাল মোহাম্মদ সফিউল হক উপস্থিত ছিলেন

৭ম বর্ষ | সংখ্যা-২৩ | ফেব্রুয়ারি,২০১৭

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ রেলওয়ের সাবেক মহাপরিচালক মোঃ আতাউর রহমান গত ২৫ অক্টোবর, ২০১৬ মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা রাশমনো হসপিটালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ৭ জানুয়ারি, ২০০৩ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মোঃ আতাউর রহমান একজন বিচক্ষণ, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি স্ত্রী ও এক ছেলে রেখে গেছেন।

বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

জানুয়ারি ২০১৭ মাসের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশ রেলওয়েতে বর্তমানে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ৪৩০ জন, ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ৭১৫ জন, ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ১১,৮১৩ জন, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী ১৩,১১০ জন কর্মরত আছে। পিআরএল এ আছে ১০৬২ জন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত রয়েছে ৭৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সর্বমোট জনবল ২৭,২০৬ জন। মঞ্জুরীকৃত জনবলের সংখ্যা ৪০,২৬৪ জন।

ছবি: এস এম ইউসুফ

বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত গিয়ে ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে ভারতের রেল মন্ত্রী সুরেশ প্রভাকর প্রভুর সাথে বৈঠক শেষে বাংলাদেশ সরকারের রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক

ছবি: এস এম ইউসুফ

৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ তারিখে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক এমপি'র সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ইউএনএসক্যাপ এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সামসেদ আক্তার সহ একটি প্রতিনিধিদল এ সময় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আন্তঃদেশীয় রেল যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়

অবমুক্ত আধুনিক কোচ দিয়ে রংপুর ও মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেন উদ্বোধন

অবমুক্ত আধুনিক কোচ দ্বারা চালু হলো ঢাকা-রংপুর-ঢাকা রুটে রংপুর এক্সপ্রেস এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সোমবার ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক পতাকা উড়িয়ে সকাল ৯ টায় রংপুর এক্সপ্রেস এবং রাত ৯ টায় মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেন সার্ভিসের শুভ উদ্বোধন করেন। রেলপথ মন্ত্রী দুই ট্রেনের যাত্রীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় রংপুরগামী ও চট্টগ্রামগামী যাত্রীদের মধ্যে ব্যপক উচ্ছ্বাস দেখা যায় এবং যাত্রীরা রেলের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বিষয় নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ে "নিউজ লেটার" নিয়মিত ভাবে রেলওয়ের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। রেলওয়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, যাত্রীসেবা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের সাফল্যের সংবাদ ইত্যাদিসহ ছোট আকারের যে কোন লেখা যেমন-গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি নিউজ লেটারে ছাপানোর জন্য পরিচালক / জনসংযোগ, রেলভবন, ১৬ নবাব আবদুল গণি রোড, ঢাকা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্পাদনা পরিষদের বিবেচনা সাপেক্ষে সেগুলো নিউজ লেটারে ছাপানো হবে।

৭ম বর্ষ সংখ্যা-২৩ ফেব্রুয়ারি,২০১৭

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের

১ম পৃষ্ঠা পর

অনুষ্ঠিত এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের পরিচালক সুকুমার ভৌমিক এবং সেনাবাহিনী ও বিআরটিসির পক্ষ থেকে প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্নেল মোঃ আবুল কালাম আজাদ। এ কাজের সর্বমোট চুক্তিমূল্য ৯৪০.৮৬ কোটি টাকা। পরামর্শক সেবাকাল দুই হাজার ১০০ দিন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক, সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সেবার আওতায় সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের (সিএসসি) সদস্যরা ঠিকাদারের দাখিল করা নকশা যাচাই করে তার অনুমোদন দেবেন। এছাড়া রেলের জন্য ভূমি অধিগ্রহন, সাইট ক্লিয়ারেন্স এবং পুনর্বাসন কাজে সহায়তা করবে। দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে নির্মাণকাজ সুষ্ঠু তদারকিসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ যোগ্যতা বৃদ্ধি করা পরামর্শক সেবার মধ্যে রয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেন, ২০১৮ সালের শেষ দিকে পদ্মা সেতুতে একই সাথে রেল যোগাযোগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সঠিক সময়ে নির্মাণকাজ শেষ করতে পরামর্শক কাজ সেনাবাহিনীকে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এটা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হচ্ছে এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা হবে। পদ্মা সেতু দিয়ে একই দিনে চলবে বাস, ট্রেনসহ বিভিন্ন যানবাহন। অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক বলেন, এরই মধ্যে সেনাবাহিনীর কাছে ন্যস্ত পদ্মা বহুমুখী সেতুর তিনটি প্রকল্পের মধ্যে দুটি প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন করে সেতু কর্তৃপক্ষর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সিএসসির কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের নতুন মাইলফলক রচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারভুক্ত (ফাষ্ট ট্র্যাক) ১০ প্রকল্পের একটি। এতে মোট ব্যয় হবে ৩৪ হাজার ৯৮৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা থেকে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা, নড়াইল হয়ে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ ছাড়াও কেরানীগঞ্জ, নিমতলা, শ্রীনগর, মাওয়া, জাঞ্জিরা, শিবচর, ভাঙ্গা জংশন, নগরকান্দা, মকসুদপুর, মহেশপুর, লোহাগড়া, নড়াইল, জামদিয়া ও পদ্মাবিলা জংশনসহ মোট ১৪টি নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ ও ৬টি স্টেশন পুনর্নির্মাণ করা হবে। ৬৬টি মেজর ব্রিজ, ২৪৪টি মাইনর ব্রিজ, কালভার্ট, আন্ডারপাস রোড, ৩০টি লেভেলক্রসিং নির্মাণ করা হবে। ঢাকা থেকে কেরানীগঞ্জ পর্যন্ত ২১.৮৫৫ কিলোমিটার উড়াল রেলপথ নির্মাণ করা হবে। ১০০টি নতুন ব্রডগেজ প্যাসেঞ্জার কোচ ক্রয় এবং ২০টি স্টেশনে আধুনিক কম্পিউটার বেসড ইন্টারলকড সিগন্যালিং সিস্টেম ও অপটিক্যাল ফাইবার বেসড টেলিকমিউনিকেশন লাইন স্থাপন করা হবে।

দ্বিতীয় ভৈরব ও তিতাস রেলসেতু

৮ম পৃষ্ঠা পর

পরিদর্শনকালে রেলপথ মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ৩২০ কিমি. রেললাইনের মধ্যে টঙ্গী থেকে ভৈরব পর্যন্ত, লাকসাম থেকে চিনকি আস্তানা পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি লাকসাম থেকে আখাউড়া পর্যন্ত কাজ শেষ হলে শতভাগ ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ শেষ হবে। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় ভৈরব সেতুর ৯১ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। আশা করছি আগামী এপ্রিলের কোন একদিন এ সেতুর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রেলে নতুন ২০০টি কোচ

৮ম পৃষ্ঠা পর

২০২০ সালের জুনের মধ্যে এসব কোচ রেলের বহরে যুক্ত হবে।

একনেক সভার শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, যাত্রীদের উত্তম সেবা নিশ্চিত করতে রেলের নতুন কোচ কেনা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নিরাপদ, আধুনিক ও উন্নত কোচ সংযোজন করা যাবে। ফলে কোচের স্বল্পতা পূরণ হবে ও যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রেলের রাজস্ব আয় বাড়বে।

অবমুক্ত আধুনিক কোচ দিয়ে জয়ন্তীকা ও উপবন এক্সপ্রেস ট্রেন উদ্বোধন

অবমুক্ত আধুনিক কোচ দ্বারা চালু হলো ঢাকা-সিলেট-ঢাকা রুটে জয়ন্তীকা ও উপবন এক্সপ্রেস ট্রেন। রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বৃহস্পতিবার ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে পতাকা উড়িয়ে দুপুর ১২ টায় জয়ন্তীকা এক্সপ্রেস এবং রাত ৯.৫০ ঘটিকায় উপবন এক্সপ্রেস ট্রেন সার্ভিসের শুভ উদ্বোধন করেন। রেলপথ মন্ত্রী দুই ট্রেনের যাত্রীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ছবি: এস এম ইউসুফ

জয়ন্তীকা ও উপবন এক্সপ্রেস ট্রেন ফিতা কেটে উদ্বোধন করছেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন

৭ম বর্ষ | সংখ্যা-২৩ | ফেব্রুয়ারি,২০১৭

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর কারণে জরুরী সভা

ঢাকা রেলভবনে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন এর সভাপতিত্বে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহন করেন। সভায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর কারণগুলো চিহ্নিত করে এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রেল দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা

৮ম পৃষ্ঠা পর

গত ২৪ অক্টোবর সোমবার মাসব্যাপী এ সচেতনতা সৃষ্টির জন্য লিফলেট বিতরণ, মাইকিং ও আলোচনা সভা করছে চট্টগ্রাম জেলা রেলওয়ে পুলিশ। সকাল থেকে চট্টগ্রাম রেল স্টেশন থেকে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা কর্মসূচি ও লিফলেট বিতরণ শুরু হয়ে মিরসরাইয়ের চিনকি আস্তানা পর্যন্ত চালানো হয়। চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানার ওসি এস এম শহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশ নেন চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার আবুল কালাম আজাদ, স্টেশন মাস্টার মাহবুবুল আলম, নিরাপত্তা বাহিনীর সিআই মজিবুল হক প্রমুখ।

দোহাজারী-গুনদুম পর্যন্ত ভুমি অধিগ্রহনে ক্ষতিগ্রস্থদের পূর্নবাসনে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং ডরপ-পাথমার্ক এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ রেলওয়ের দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু-হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্রাক নির্মান প্রকল্প বাস্তবায়নের রেল ভুমি অধিগ্রহন ও স্থানান্তরের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পূর্নবাসন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ রেলওয় এবং বেসরকারী সংস্থা ডরপ-পাথমার্ক এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২১ নভেম্বর, ২০১৬ সোমবার সকালে রেল ভবনে বাংলাদেশ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং প্রকল্প পরিচালক মোঃ মাহবুবুল হক বক্শী এবং ডরপ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এএইচএম নোমান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। প্রকল্পের পুনর্বাসন কর্মসূচি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করবে 'ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পূয়র (ডরপ)' এবং 'পাথমার্ক এসোসিয়েট্স লিঃ'।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক মোঃ মফিজুর রহমান, ডরপ এর চেয়ারম্যান মোঃ আজহার আলী তালুকদার, পূর্নবাসন বিশেষজ্ঞ মোঃ সাইফুলাহ, পাথমার্ক এসোসিয়েট্স লিঃ এর সিনিয়র উপদেষ্টা মোঃ নাজমুল ইসলাম পাটওয়ারী উপস্থিত ছিলেন।

রেলের জায়গায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

৮ম পৃষ্ঠা পর

রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এতে রেলওয়ে পুলিশ ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী সার্বিক সহযোগিতা করে।

চট্টগ্রামঃ চট্টগ্রাম মহনগরীর বটতলী স্টেশন থেকে একে খান গেইট পর্যন্ত ৭টি রেলক্রসিং গেইটের আশপাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে রেলওয়ের ভ্রাম্যমান আদালত। গত ৭ নভেম্বর, ২০১৬ সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত অভিযানে এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন রেলওয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা ইশরাত রেজা। ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন রেলের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এছাড়া গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ রবিবার দুপুরে চট্টগ্রাম রেলস্টেশন সংলগ্ন আইস ফ্যাক্টরী রোডে রেলওয়ের প্রায় পাঁচ একর জায়গা উদ্ধারে ১০০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। রেলওয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা ইশরাত রেজা ও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফিয়া খাতুন এর নেতৃত্ব এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

টঙ্গী ঃ টঙ্গীর রেল স্টেশন থেকে তুরাগ নদীর পার পর্যন্ত রেললাইনের দু'পাশের সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। গত ১১ জানুয়ারি, ২০১৭ বুধবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল পর্যন্ত ঢাকা রেলওয়ের বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা এস এম রেজাউল করিমের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সান্তাহার ঃ সান্তাহার জংশন রেল স্টেশন এলাকায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। গত ১৯ জানুয়ারি, ২০১৭ বৃস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। এ সময় স্টেশনের পশ্চিম পাশে ও উত্তরে রেলওয়ে লেভেলক্রসিং এলাকায় প্রায় দুই শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এ মর্মে ১৮ জানুয়ারি বুধবার মাইকিং করে নিজ দায়িত্বে অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। সে মাইকিংয়ে সাড়া দিয়ে প্রায় সবাই স্থাপনা সরিয়ে নেয়। কিন্তু বেশকিছু ব্যক্তি স্থাপনা সরিয়ে না নেয়ায় উচ্ছেদ চলার সময় সেসব অবৈধ দখলদারদের স্থাপনার মালামাল প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রি করা হয়। উচ্ছেদ অভিযানের সময় রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মোঃ খায়রুল আলম, প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা ড. আব্দুল মান্নান, নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান শাহ আলমসহ রেলওয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এতে রেলওয়ে পুলিশ ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী সার্বিক সহযোগিতা করে।

মোহনগঞ্জঃ নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে রেলওয়ে জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা শতাধিক স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ বৃস্পতিবার উক্ত এলাকায় মৎস আড়ৎ, বরফকল ও বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা এস্কাভেটর মেশিন দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, মৎস অবতরণ কেন্দ্র নির্মণের জন্য মোহনগঞ্জ স্টেশন রোড এলাকায় রেলওয়ের জায়গায় গড়ে ওঠা মাছঘাটসহ পার্শ্ববর্তী জায়গা অধিগ্রহণ করে বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন করপোরেশন। কিন্তু ওই স্থানে মৎস আড়ৎ, বরফকল ও বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা অবৈধভাবে গড়ে ওঠে। একাধিকবার ওইসব অবৈধ স্থাপনার মালিকদের সরিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে নোটিশ করা সত্ত্বেও তারা স্থাপনা সরিয়ে নেননি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে শতাধিক স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেয়। এ উচ্ছেদ অভিযানের সময় বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন করপোরেশন ও নেত্রকোনা জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

৭ম বর্ষ সংখ্যা-২৩ ফেব্রুয়ারি,২০১৭

পাকশী বিভাগের উন্নয়নমূলক

১ম পৃষ্ঠা পর

গৃহিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে অনেক প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। শীঘ্রই আরও কিছু প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। এসব প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের আমূল পরিবর্তন হবে। অচিরেই ঈশ্বরদী - পাবনা - ঢালারচর রেললাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। আজিমনগর স্টেশন থেকে ঈশ্বরদী হয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পর্যন্ত ডাবল রেল লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে এলাকার কৃষিপণ্য বাজারজাতসহ ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। তিনি বলেন শিগগিরিই ঈশ্বরদী জংশন স্টেশন রিমডেলিং, রেলইয়ার্ড আধুনিকায়ন ও ডুয়েলগেজ লাইন স্থাপন করা হবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ট্রেন এ স্টেশনের ওপর দিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারবে। পাকশীসহ সব বিভাগে পর্যায়ক্রমে নতুন লাইন ও খুলনা-দর্শনায় ডাবল রেললাইন নির্মাণ করা হবে। ২৫টি স্টেশনে আধুনিক সিগনালিং সিস্টেম চালু করা হবে।

রেলওয়ে পাকশী বিভাগীয় ব্যবস্থাপক অসীম কুমার তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রেলওয়ের এডিজি (আই) কাজী মোঃ রফিকুল আলম, এডিজি (অপারেশন) মোঃ হাবিবুর রহমান, এডিজি (আরএস) মোঃ শামছুজ্জামান, পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের জিএম মোঃ খায়রুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী রমজান আলীসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাংবাদিকগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পথচারীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা

১ম পৃষ্ঠা পর

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা রেল ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক তার হাতে নগদ এক লাখ টাকা, পায়জামা পাঞ্জাবী, টুপি ও লুঙ্গি তুলে দেন। এ সময় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আমজাদ হোসেনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সকাল ১০.২৬ ঘটিকায় নারায়ণগঞ্জ হতে ঢাকাগামী ২১৭ নং আপ ট্রেন চাষঢ়া স্টেশন সংলগ্ন লেভেল ক্রসিং গেইট নং-৩(স্পেশাল) অতিক্রমের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কর্তব্যরত অস্থায়ী গেইটম্যান বিল্লাল হোসেন মজুমদার গেইট বেরিয়ার বন্ধ করে আগত ট্রেনের অনুকুলে হাত পতাকা প্রদর্শনের সময় আকস্মিকভাবে লুঙ্গি ও শার্ট পরিহিত পথচারী মামুন (৩৪) আত্মহত্যার জন্য দ্রুত গতিতে দৌড়ে এসে রেল লাইনের ওপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়েন। এ সময় গেইটম্যান বিল্লাল হোসেন লাল পতাকা উঁচু করে ট্রেন চালকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। কিন্তু আগত ট্রেনের গতি দেখে তাৎক্ষণিক নিজের জীবন বাজি রেখে রেল লাইনের ওপর শুয়ে থাকা পথচারী মামুনের হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে লাইনের বাইরে নিয়ে যান। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনটি লেভেলক্রসিং গেইট অতিক্রম করে যায়। এতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণ রক্ষা পায় পথচারী মামুনের জীবন। মামুন জানান পারিবারিক ঝামেলা থাকায় আত্মহত্যার জন্যই তিনি রেল লাইনের ওপর শুয়ে পড়েন। এ ঘটনাটি গেইটে রক্ষিত সিসি ক্যামেরায় ধারন করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী বলেন, নিজের জীবন বাজী রেখে যে অন্যকে বাঁচাল সে শুধু রেলওয়ের নয় বরং দেশের গর্ব। রেলওয়ের লোকজন এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে থাকে। মানুষের জীবনে সবার কাছে তিনি মানবসেবার জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

চালু হলো ৪র্থ ট্রিপ মৈত্রী ট্রেন

৮ম পৃষ্ঠা পর

উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা-কলকাতা রুটে চতুর্থ এই ট্রিপ চালুর কারণে এখন সপ্তাহে তিন দিনের পরিবর্তে চার দিন এই রুটে মৈত্রী ট্রেন চলাচল করবে। কলকাতাগামী ট্রেন সপ্তাহের শুক্র, শনি, রবি ও বুধবার ঢাকা থেকে ছেড়ে যাবে। ট্রেনটি কলকাতা থেকে ঢাকায় আসবে শুক্র, শনি, সোম ও মঙ্গলবার। উদ্বোধনকালে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব ড. আদর্শ সরকার, রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের জিএম আব্দুল হাইসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চতুর্থ ট্রিপ মৈত্রী ট্রেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেন, রেলওয়ে বাংলার মানুষের একটি সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যানবাহন। ব্রিটিশ শাসন আমলের পর পাকিস্তান আমল এবং তার পরবর্তী যারাই ক্ষমতায় এসেছেন কেউই রেলের প্রতি নজর দেয়নি। তাঁরা ক্ষমতায় এসে উন্নয়নতো করেইনি বরং অসংখ্য রেল স্টেশনকে বন্ধ করে দিয়েছে, বিদ্যমান রেললাইন তুলে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ রেলওয়ের বন্ধ স্টেশন চালু করেছে, নতুন নতুন লাইন নির্মাণ করেছে, নতুন নতুন কোচ আমদানি করে এদেশের মানুষের সেবায় বাংলাদেশ রেলওয়েকে গণপরিবহনে রূপান্তর করেছে। তিনি বলেন বাংলাদেশের একটি জেলাও বাদ থাকবে না রেল নেটওয়ার্কের বাইরে। আগামী দুই-তিন বছরে রেলওয়ের উন্নয়ন দৃশ্যমান হওয়ার পর একমাত্র পরিবহন হিসেবে রেলকেই বেছে নেবে এদেশের সকল শ্রেণীপেশার মানুষ।

ছবি: এস এম ইউসুফ

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক মোনাজাতের মাধ্যমে ঢাকা-দিনাজপুর-ঢাকা রুটে লাল-সবুজের নতুন কোচ যুক্ত করে উদ্বোধন করছেন একতা ও দ্রুতযান এক্সপ্রেস ট্রেন

৭ম বর্ষ | সংখ্যা-২৩ | ফেব্রুয়ারি,২০১৭

নতুন কোচ দিয়ে সিরাজগঞ্জ

১ম পৃষ্ঠা পর

ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম নতুন কোচে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করায় রেলপথ মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, সিরাজগঞ্জবাসীকে কথা দিয়ে সেই কথা রাখার জন্য রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। রেলকে গরীব ও শ্রমজীবী মানুষের বাহন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান রেলমন্ত্রীর দক্ষতায় রেল এখন উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে চলেছে। রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নের্তৃত্বে দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংসের হাত থেকে ফিরে এসেছে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার নির্দেশে রেলওয়ের যাত্রীদের সেবার মান দিন দিন বাড়ছে। ৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে সারাদেশে রেলের চেহারা পাল্টে যাবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে রেলের উন্নতি হচ্ছে। তিনি রেলমন্ত্রীর কর্মদক্ষতার প্রশংসা করে বলেন, এই গতিতে যদি রেল এগিয়ে যায় তাহলে ২০২১ রুপকল্প বাস্তবায়নে খুব বেশিদিন লাগবে না।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন সিরাজগঞ্জের এমপি ডা. হাবিব মিল্লাত মুন্না, সিরাজগঞ্জ-৩ আসনের এমপি গাজী আমজাদ হোসেন মিলন, সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের এমপি তানভীর ইমাম, সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি সেলিনা বেগম, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক কাজী মোঃ রফিকুল আলম প্রমুখ।

জীবন দিয়ে মা-ছেলেকে বাঁচালেন রেলকর্মী বাদল

এক মা ও তার শিশু সন্তানের জীবন বঁচিয়ে নিজেই রেলে কাটা পড়েছেন রেলকর্মী বাদল মিয়া (৫৮)। ২৭ জানুয়ারি, ২০১৭ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড লেভেলক্রসিং এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। বাদল মিয়া রেলওয়ের মেট হিসেবে ৭৬ নম্বর গ্যাংয়ে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার সময় রেলকর্মী বাদল রেললাইন মেরামতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দুপুর ১টার দিকে ঐ স্থানে এক মা ও তার ৫ বছর বয়সী ছেলে সন্তানকে নিয়ে রেল লাইন পার হচ্ছিলেন। ঠিক এ সময় সিলেট থেকে ঢাকাগামী সুরমা মেইল ট্রেন অতিক্রম করছিল। ওই মা ও তার সন্তান নিশ্চিত ট্রেনে কাটা পড়ছেন দেখে বাদল দৌড়ে যান তাদের বাঁচাতে। প্রথমে তিনি শিশুটির মাকে ধাক্কা দেন। বাদলের ধাক্কায় মা ও তার সন্তান রেল লাইনের বাইরে পড়ে যায়। কিন্তু শিশুটি কিছু না বুঝে আবারো দৌড়ে লাইনে উঠে পড়ে ট্রেনের কাছাকাছি চলে যায়। তখন বাদল মিয়া শিশুটিকে বাঁচাতে এগিয়ে যান। শিশুটিকে কোনমতে ধরে রেল লাইনের বাইরে ঠেলে দিতে পারলেও তিনি রেললাইনের পাথরের ওপর পড়ে যান এবং মূহুর্তের মধ্যে ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

শুক্রবার রাতে ঢাকা কমলাপুর স্টেশনে বাদল মিয়ার প্রথম জানাজা হয়। তাতে রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেয়। এরপর তৃতীয় জানাজা শেষে শনিবার বাদল মিয়ার দাফন হয় তার বাড়ী ময়মনসিংহ গফরগাঁওয়ের মুখীর সোনাতলা গ্রামে। চিরনিদ্রায় শায়িত হন মহত্বের এক দুঃসাহসী উজ্জ্বল নক্ষত্র বাদল মিয়া।

নীল সাগর এক্সপ্রেস ট্রেন

৮ম পৃষ্ঠা পর

পরে রেলপথ মন্ত্রী ট্রেনের যাত্রীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ছবি: এস এম ইউসুফ

সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকা স্টেশনে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও বিশেষ অতিথি প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম উপস্থিত ছিলেন

"সতর্কীকরণ বার্তা"

- দুর্ঘটনা এড়াতে লেভেল ক্রসিং পারাপারের সময় অনুগ্রহ করে মোবাইল ফোনে কথা বলা বা গান শুনা থেকে বিরত থাকুন। অন্যথায় আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে। মনে রাখবেন সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশী।
- রেললাইনে চলাচল করা দন্ডনীয় অপরাধ। অনুগ্রহ করে রেললাইন এড়িয়ে চলাচল করুন।
- আপনার সন্তান যাতে রেললাইনে খেলাধুলা না করে, হেডফোনে গান না শুনে এবং মোবাইল ফোনে কথা না বলে, এ ব্যাপারে তাদেরকে অনুগ্রহ করে সাবধান করুন।
- রেললাইনে বসে গল্পগুজব করা পরিহার করুন, নচেৎ আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে।
- লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার আগে থামুন। রেললাইনের উভয় দিক দেখে নিশ্চিত হোন। অতঃপর রেল ক্রসিং পার হোন।

বাংলাদেশ রেলওয়ে
আপনার আস্থাই আমাদের অনুপ্রেরণা

৭ম বর্ষ সংখ্যা-২৩ ফেব্রুয়ারি,২০১৭

ছবি: এস এন ইউসুফ

ঢাকা-পায়রা সুমুদ্রবন্দর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী কে বিশেষ উপহার দিচ্ছেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক

নতুন আঙ্গিকে একতা ও দ্রুতযান

১ম পৃষ্ঠা পর

একাত্রপ্রেস ট্রেন সার্ভিসের শুভ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা এ দেশে আসতে শুরু করবে। কারণ যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো হলে দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে যেতে পারবেন তারা। তাই নতুন নতুন রেলপথ ও ট্রেনের দিকে সর্ব্বোচ্চ নজর দেয়া হয়েছে। যাত্রীসেবার মানোন্নয়নে আমরা আজ কাজ করে যাচ্ছি। আরও ইঞ্জিন ও কোচ আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সারাদেশের রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ রেলের মাধ্যমে আরও উন্নত সেবা পাবে। বিজয়ের মাসে ট্রেন দুটি উত্তরাঞ্চলের ট্রেন যাত্রীদের উপহার বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, বাংলাদেশে রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা-পায়রা বন্দর রেলপথ

১ম পৃষ্ঠা পর

এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আয়ন এস ডার্বিশায়ার নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী সরকারি - বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ভিত্তিতে ঢাকা থেকে পায়রা সুমুদ্রবন্দর পর্যন্ত ২৪০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৬০ হাজার কোটি টাকা। নকশা প্রণয়ন, অর্থায়ন, লাইন নির্মাণ প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব পালন করবে যুক্তরাজ্যের ডিপি রেল। নির্মাণ কাজে সহযোগিতা করবে চায়না রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন করপোরেশন। ২০২৪ সাল নাগাদ এর কাজ শেষ হবে। এর মাধ্যমে বছরে প্রায় ২০ লাখ ইউনিট কনটেইনার পরিবহন সম্ভব হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য ঢাকা-পায়রাবন্দর রেললাইনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এর মাধ্যমে বরিশাল বিভাগ প্রথমবারের মতো রেল সংযোগের আওতায় আসবে। এটিকে রেল খাতের সবচেয়ে বড় প্রকল্প বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি রেলের উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান। ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে খুবই দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এ দেশের সাঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেক ভালো, কারণ আমি বাংলাদেশেরই মেয়ে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুই দেশের লক্ষ্য একই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থ এক ও অভিন্ন। সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার এলিসন ব্লেক, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও ডিপি রেল লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহানগর প্রভাতী ও তূর্ণা একাত্রপ্রেস

১ম পৃষ্ঠা পর

রাত ১১.৩০ মিনিটে তূর্ণা একাত্রপ্রেস ট্রেন সার্ভিসের শুভ উদ্বোধন করেন। রেলপথ মন্ত্রী দুই ট্রেনের যাত্রীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় চট্টগ্রামগামী যাত্রীদের মধ্যে ব্যপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। ট্রেন ছাড়ার সময় শত শত যাত্রী হাত নেড়ে মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক বলেন, বর্তমান সরকার রেল যাত্রীদের আরামদায়ক যাত্রার বিষয়টি মাথায় রেখে ট্রেনে নতুন নতুন কোচ সংযোজনের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে নতুন করে আরো প্রায় ৮০০ যাত্রীবাহী কোচ কেনা হবে। নতুন কোচ এলে নতুন ট্রেন চালানোসহ পর্যায়ক্রমে চলমান সব ট্রেনের পুরনো কোচগুলো বদলে ফেলা হবে। উদ্বোধনকালে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ উন্নয়ন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ রেলওয়ে পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ উন্নয়ন প্রকল্পের জিডি-১ প্যাকেজের আওতায় নতুন প্লান্টস এন্ড মেশিনারী সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩০ নভেম্বর ২০১৬ বুধবার ঢাকা রেলভবন সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও চীনের সি আর আর সি সিফাং কোম্পানী লিঃ এর সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস) মোঃ শামছুজ্জামান এবং চীনের সি আর আর সি সিফাং এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ভাইস প্রেসিডেন্ট চেন জিয়ানপেং।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৭ম বর্ষ | সংখ্যা-২৩ | ফেব্রুয়ারি,২০১৭

দ্বিতীয় ভৈরব ও তিতাস রেলসেতু নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন রেল মন্ত্রী

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক ৩ জানুয়ারি, ২০১৭ মঙ্গলবার ভৈরব-আশুগঞ্জ মেঘনা নদীর ওপর দ্বিতীয় ভৈরব রেল সেতু এবং আখাউড়ার তিতাস নদীর ওপর দ্বিতীয় তিতাস রেল সেতু নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন, প্রকল্প পরিচালক আব্দুল হাইসহ রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপজেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

রেলে যুক্ত হবে নতুন ২০০টি যাত্রীবাহী কোচ

বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী কোচ ক্রয় প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। ০৪ আক্টাবর, ২০১৬ মঙ্গলবার ঢাকা শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেয়া হয়। চীনের অর্থায়নে ৯২৭ কোটি ৫২ লাখ টাকা ব্যয়ে কোচগুলো কেনা হবে। এর মধ্যে চীনের এক্সিম ব্যাংক দেবে ৭১৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা এবং বাকি ২১৪ কোটি টাকা সরকারি নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেন নতুন ক্যারেজ দ্বারা উদ্বোধন

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-চিলাহাটি-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রুটে নতুন ক্যারেজ দ্বারা চালু হলো নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেন। রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ মঙ্গলবার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে সকাল ৮.২৫ মিনিটে পতাকা উড়িয়ে নতুন ক্যারেজ দ্বারা নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেন সার্ভিসের শুভ উদ্বোধন করেন এ সময় সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর উপস্থিত ছিলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ছবি: এস এন ইউসুফ

২৪ জানুয়ারি সকালে ঢাকা কেন্টনমেন্ট স্টেশনে নতুন কোচ দ্বারা "নীলসাগর এক্সপ্রেস" ট্রেনের উদ্বোধন করছেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর

ছবি: এস এন ইউসুফ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোঃ নাসিম ও রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক ১১ ডিসেম্বর বিকালে ঢাকা স্টেশনে নতুন কোচ দ্বারা "সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস" ট্রেনের উদ্বোধন করছেন

চালু হলো ৪র্থ ট্রিপ মৈত্রী ট্রেন এখন সপ্তাহে চার দিন

ঢাকা-কলকাতা রুটে চালু হলো মৈত্রী ট্রেনের চতুর্থ ট্রিপ। গত ১২ নভেম্বর ২০১৬ শনিবার সকাল সাড়ে ৭ টায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ মুজিবুল হক ফিতা কেটে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলকারী "মৈত্রী এক্সপ্রেস" ট্রেনের চতুর্থ রাউন্ড ট্রিপের শুভ উদ্বোধন করেন। পরে ট্রেনে উঠে যাত্রীদের হাতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তিনি। এর আগে গত শুক্রবার সকালে ভারতের কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কলকাতা হতে ঢাকাগামী মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

রেল দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে কর্মসূচি পালন

রেললাইনে অসতর্কভাবে চলাফেরা করতে গিয়ে যেসব প্রাণহানি ও দুর্ঘটনা ঘটে তা রোধ করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল চট্টগ্রামের রেলওয়ে পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষ জনসচেতনতামূলক নানা কর্মসূচি পালন করেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

রেলওয়ের জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

বাংলাদেশ রেলওয়ের জায়গায় গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমঃ

খুলনা ঃ খুলনায় নির্মাণাধীন আধুনিক রেল স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে জমিতে গড়ে ওঠা শের-এ-বাংলা বিপণি কেন্দ্রের ৯০টি অবৈধ স্থাপনা (ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) উচ্ছেদ করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। গত ২৫ অক্টোবর, ২০১৬ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত এ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। রেলওয়ে পাকশী বিভাগের বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অবৈধ স্থাপনা (ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) উচ্ছেদের ফলে রেল স্টেশনের নির্মাণ কাজে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হয়েছে। অভিযান পরিচালনার সময় প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা ড. আব্দুল মান্নান, পাকশীর বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার মোঃ আফজাল হোসেন এবং প্রধান প্রকৌশলী ও বিভাগীয় প্রকৌশলীসহ

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সম্পাদক ঃ সৈয়দ জহুরুল ইসলাম, সার্বিক সহযোগিতায় কাজী আফসার আহমেদ জনসংযোগ বিভাগ, রেল ভবন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং মারস প্রিন্ট পয়েন্ট, ২৬৩ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।